যুগান্তর

ইবিতে পরিবহন ও আবাসিক সংকটে শিক্ষার্থীরা

প্রকাশ : ০৬ মার্চ ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধার যোগ্যতা দিয়ে প্রতি বছর ভর্তি হচ্ছে হাজারো শিক্ষার্থী। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার। তবে এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য নেই পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ব্যবস্থা। বাধ্য হয়ে সিংহভাগ শিক্ষার্থী থাকেন কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ জেলা শহরে। এই সিংহভাগ শিক্ষার্থী আনা-নেয়ার জন্য গাড়ির সংখ্যা খুবই কম। শিক্ষার্থীরা মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়িতে প্রতিদিন সিট পাওয়া বেশি কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের শিক্ষার্থী মুরাদুল ইসলাম বলেন, 'আগে জানতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়াটাই বড় বিষয়। এখন দেখছি বাসে ছিট পাওয়াটাই বড় চ্যালেঞ্জ। একটি ছিটের জন্য আমাদের প্রতিদিন দু'বার অপেক্ষা করতে হয়। সিট না পেলে ওয়েটিং লিস্টের মতো বাসের গেটে ঝুলে থাকতে হয়।' শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকদের মন্তব্যও প্রায় সমান। শিক্ষকরা জানান, 'এই ভাঙা রাস্তায় প্রতিনিয়ত ২২-২৪ কিলোমিটার যাতায়াত করলে প্রতিদিনই ব্যথার ওষুধ খেতে হয়। সময় হয়ে গেলে অবসরে চলে যেতাম।' বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন যুগ পার হলেও এখনও সিকিভাগ আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ শিক্ষক, ৭৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ও ৮৫ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী বাধ্য হয়ে দুই জেলা শহরে অবস্থান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ আবাসিক সুবিধা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর থেকে যথাক্রমে ২৪ ও ২২ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। এ জন্য বাধ্য হয়ে তাদের পরিবহন-নির্ভর হতে হয়। এদিকে এ বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষার্থীকে পরিবহন সেবা দেয়ার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা নেই। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য হয়ে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মালিক সমিতির দ্বারস্থ হতে হয়। এ সুযোগে মালিক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ক্যাম্পাসের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য ফিটনেসবিহীন গাড়ি দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। লক্কড়ঝক্কড় এসব গাড়িতে চলাচলে অতিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এ নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন অফিস সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বহন করার জন্য মোট বাস আছে ৪৭টি। আর নিজস্ব বাস মাত্র ১৬টি। এর মধ্যে আবার সচল আছে ১১টি। বাকি বাসগুলো চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকে সময় এন্টারপ্রাইজ। এছাড়া দুটি দোতলা বিআরটিসি বাস লিজ নেয়া আছে পাবনা ডিপো থেকে। ভাড়ায় চালিত ৩১টি বাসের মধ্য ১৫টি কুষ্টিয়া সড়কে, ১১টি ঝিনাইদহ ও পাঁচটি শৈলকুপা সড়কে চলাচল করে। অভিযোগ আছে, মালিক সমিতি তার ক্ষমতাবলে ঝিনাইদহ সড়কে ফিটনেসবিহীন গাড়ি চালাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের দাবি থাকলেও বিআরটিসির গাড়ি ঝিনাইদহ সড়কে ঢুকতে দেয়নি বলে অভিযোগ করেছে পরিবহন অফিস। পরিবহন প্রশাসক প্রফেসর ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, 'পরিবহন সংকট সমাধানে আমরা অতিদ্রুত ৪টি নিজস্ব নতুন বাস ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়া চলমান সংকট নিরসনে কুষ্টিয়া রুটে ৪টি এবং ঝিনাইদহ রুটে ২টি নতুন বাস সংযুক্ত কারার জন্য প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছি। আশা করি অতিদ্রুত চলমান সমস্যার সমাধান হবে।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ আবাসিকতা না থাকায় আমাদের পরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল হতে হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে প্রশাসন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা নতুন হল তৈরি করে আবাসন সংকট নিরসনে চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে দুটি হল উদ্বোধন করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৮৪১৯২১১-৫, রিপোর্টিং : ৮৪১৯২২৮, বিজ্ঞাপন : ৮৪১৯২১৬, ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৭, সার্কুলেশন : ৮৪১৯২২৯। ফ্যাক্স : ৮৪১৯২১৮, ৮৪১৯২১৯, ৮৪১৯২২০

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।